Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : IX, 15th, December, 2020 পৌষ, ১৪২৭, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

গোটা দুনিয়ার সঙ্গে আমরাও দিন গুনছি কবে যাবে এই ২০২০! এখনও আধ মাস! আগামি বছর কী হবে তা অজানা। তবু বিদায় হোক এই দুঃসহ ২০২০।

সুড়ঙ্গে শেষে আলো দেখা যাচ্ছে। ব্রিটেন, আমেরিকাসহ কয়েকটি দেশে করোনা-টিকাকরণ শুরু হয়েছে। আমার দেশেও খুব একটা বিলম্ব নেই। আশার কথা, বয়স্করা (৫০ বছরের উর্দ্ধে) অগ্রাধিকারের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

'কোভিড-১৯'-এর জন্য ২০২০-য়ে ব্যর্থতার পাল্লাটাই বেশি। তবে আমরা কিছু সাফল্যের স্বাদ পেয়েছি। গত ডিসেম্বর মাসে, বরিষ্ঠ নাগরিক অধিকার সচেতনতা সম্মেলন থেকে যে ৯ দফা দাবী করেছিলাম, তার ৬ নং (সকল প্রবীণ নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প) রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছেন। এবছর ১ ডিসেম্বর থেকে সকলের জন্য 'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প' চালু হয়েছে। শুধু প্রবীণ নয়, সকলেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আমাদের দ্বিতীয় দাবি, 'ন্যূনতম মাসিক ছয় হাজার টাকা সার্বজনীন পেনসন', যদিও এখনও আদায় হয়নি, কিন্তু গত ২৭ নভেম্বর শ্রমিক সংঘটনগুলির আহ্বানে ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের এটি ছিল অন্যতম প্রধান দাবী। তাছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম প্রধান দাওয়াই হিসাবে, অভাবী লোকের হাতে সরাসরি নগদ টাকা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন থেকে তাবৎ অর্থনীতিবিদ্‌রা। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 'সার্বজনীন পেনসনের' দাবীও আদায় হবে। ভালো থাকুন, সকল বিধিনিষেধ মেনে চলুন। ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা রইল।

কন্টেনারের দেওয়াল

গৌতম রায়চৌধুরী

প্রথমে পরপর বালি ভর্তি ট্রাক দাঁড় করানো। তার পরে লোহার রেলগার্ড। তার উপরে কাঁটাতার। রেলগার্ডের পরে সারি সারি কংক্রিটের ব্যারিকেড, পরস্পর লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা।

না, এটা কোনো পাক বা চীনা সীমান্তের বর্ণনা নয়। কৃষকদের 'দিল্লি চলো' রুখতে দিল্লি-হরিয়ানা সীমানায় সিংঘুতে সরকার আয়োজিত নিরাপত্তার বিবরণ। অবরোধের ১৮তম দিনে কৃষকনেতারা সিংঘুতে অনশনে বসেন। তার আগের দিন কংক্রিটের ব্যারিকেডের পরে বিশাল সব লোহার কন্টেনার এনে প্রহরা জোরদার করা হয়।

কেন এই মরণপণ সংগ্রাম? পশ্চিমের তীব্র শীতের মধ্যে কেন হাজার হাজার কৃষক ১৮ দিন

ধরে রাস্তায় দিন কাটাচ্ছে? একমাত্র দাবী তিন কৃষি বিল বাতিল কর।

আগে দেখা যাক, বিল তিনটি কি?

১) প্রথম বিলটি The Essential Commodities (Amendment) Bill 2020। এই বিল অনুযায়ী চাল, ডাল, আলু, চিনি, পেয়াজ, ভোজ্য তেল সহ মোট মোট ২০টির বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভাবের সময়ে সরকার সরাসরি কৃষকদের থেকে খাদ্যশস্য কিনে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করার উদ্দেশ্যেই, ১৯৫৫ সালে এই আইন প্রবর্তিত হয়। এখন থেকে সরকারের কোনো দায়িত্ব থাকবে না এবং কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা যত ইচ্ছা দ্রব্যাদি যতদিন খুশী গুদামজাত করে কৃত্রিমভাবে বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

২) দ্বিতীয় বিলটি The Farmers Agreement of Price Assurence and Farm Services Bill 2020, যার গালভরা নাম মূল্য নিশ্চয়তা। এই বিল নাকি কৃষকদের আয় নিশ্চিত করবে। কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি পেপসি, আদানি, রিলায়েন্স এর মত কর্পোরেটেরা চুক্তি করতে পারবে। ব্রিটিশ আমলের 'নীলচাষের নব্য সংস্করণ!' চুক্তির পর উৎপন্ন ফসল পছন্দ না হলে তা কিনতে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট হলে তার দায় নিতে কোম্পানিগুলো বাধ্য থাকবে না। প্রয়োজনে চাষীরা আইনের সাহায্য নিতে পারবে। আদানি-পেপসির সাথে আইনের লড়াইয়ে গরিব চাষীর পক্ষে নিশ্চয়ই কেউ বাজী ধরবেন না।

৩) তৃতীয় বিলটি The Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020। কৃষকরা ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুগ্মভাবে বেচাকেনা করতে পারবে। সরকার কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না। 'স্বামীনাথন কমিশনের' সুপারিশ মেনে খরচের দেড় গুণ আয় কৃষকদের সুনিশ্চিত করার দায়ভার সরকার নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলল। এই বিলে বিদ্যুতে কৃষকদের প্রচলিত ভর্তুকি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় কয়েকটি তথ্য:—

ক) দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

খ) কৃষিকাজে যুক্ত ১৪.৬৫ কোটি পরিবারের মধ্যে ৬৪.৩০ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন।

গ) নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে সরকার ২০১৬ সালের পর থেকে কৃষক-আত্মহত্যার রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘ) প্রতি ১২ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে আমাদের দেশে একজন করে কৃষক আত্মহত্যা করেন।

ঙ) অরবোধে থাকাকালীন ইতিমধ্যে ১০ জন কৃষক মারা গিয়েছেন।

এই আন্দোলনকে সরকারের তরফে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রথমে বলা হল, এদের পিছনে খালিস্থানীরা আছে, এখন বলা হচ্ছে বাম ও অতিবামরা আন্দোলন পরিচালনা করছে। কিন্তু বিল তিনটিতে যদি কিছুই না থাকে, তবে হাজার হাজার কৃষক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন না।

কৃষিপণ্যের ন্যূনতম দাম শুধু চাষীর রক্ষাকবচ নয়, আমাদের খাদ্য-সুরক্ষার অন্যতম উপায়। অনেকেই বলতে পারেন, চাষী তো প্রায়শই ন্যূনতম মূল্য পায় না, রাস্তায়

টমেটো বা আলু ফেলে রাখে। সেক্ষেত্রে পেপসি-রিলায়েন্স-আদানি সমূহের কাছ থেকে তারা যথার্থ মূল্য পাবে। কিন্তু চুক্তিচাষের ক্ষেত্রে ইতিহাসের নীলকরদের অত্যাচার বা বা সাম্প্রতিক অতীতে ল্যাটিন আমেরিকায় কফি চাষীদের বিপর্যয় আমাদের সবারই মনে রাখা উচিত। অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে আমরা জানি মুক্ত বাজার মোটেই ঘৃণ্য ব্যবস্থা নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা সমশক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ক্রেতা (পেপসি-রিলায়েন্স-আদানি) যদি হয় পরমাণু অস্ত্রে বলীয়ান, বিক্রেতা (রাম/রহিম) শুধুই লাঠধারী। গালিভারের সঙ্গে কী লিলিপুটদের প্রতিযোগিতা সম্ভব? মুক্ত বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সমান সুবিধাই অর্থনীতির নিয়ম। কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রিত বা কুক্ষিগত হবে না এ নিশ্চয়তা ভারতবর্ষে কে দেবে? যেখানে কর্পোরেটরা ঢুকেছেন সেখানেই বাজার কুক্ষিগত হয়েছে। যেমন টেলিকম, জিয়ো এসে বি. এস. এন. এল সহ সকলকে সরিয়ে দিয়েছে। কৃষিতেও তাই হবে।

তাছাড়া শুধুই চুক্তিবদ্ধ চাষও (Contract Farming) কিন্তু অর্থনীতির সাধারণ নিয়মবিরোধী। সবাই চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রচুর পয়সার জন্য আফিমের চাষ করলে খাদ্য-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাবে তো? কথাটা আপাতভাবে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু মুনাফা ছাড়া অন্য কিছু ভাবার দায় তো বাজারের নেই। সেই দায় দেশের সরকারকেই নিতে হবে।

নবীন-প্রবীণ সকলের স্বার্থে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই কৃষক আন্দালনকে সমর্থন করতেই হবে। অবুঝ সরকারকে সমঝানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের।

পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্ট

প্রতিবেদক—স্নেহাংশু চাকদার

১২ ডিসেম্বর ২০২০ শনিবার সংস্থার পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও উপস্থিত সহ-সভাপতিবৃন্দকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় এবং সবাপতিত্ব করেন পেলব মুখার্জী।

শোক প্রস্তাব পাঠ করেন দীপেশ মিত্র। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন বিগত প্রায় ১ বছর দেশে এক কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর এরকম অবস্থা আর দেশে দেখা যায় নি। হাজার হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছেন। সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলছেন এর টিকা আবিষ্কারের জন্য। দেশে দেশে জোর তৎপরতা দেখা যাচ্ছে টিকা বিতরণের পরিকাঠামো গড়ে তোলার। প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ভারত সরকারও প্রস্তুত হচ্ছেন যাতে সকলের কাছে টিকা পৌঁছে যায়। আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত প্রবীণরা। এত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে সম্মেলনকে সফল করার জন্য এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। যে সমস্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তাকর্মী জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে সেবা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গত ২৩ মার্চ লকডাউন হওয়ার পর থেকে কোন যোগাযোগ করা যায় নি। প্রবীণবার্তা সময়মত প্রকাশ করা যায় নি। সরকারী নির্দেশ মেনে আমাদের অফিস খুললেও কাজকর্ম খুব একটা বেশী করা যায় নি। তবে

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের কোন ত্রুটি ছিল না। এই রকম একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও প্রবীণবার্তা প্রকাশ করা থেকে ত্রাণবিলির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই সময় করা হয়েছে। যাতে অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যাদের সাথে যোগাযোগ করা গেছে তারা সবাই এগিয়ে এসেছেন। সম্মেলন থেকে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও সেবাকাজ অব্যাহত থাকে তার জন্য সকলের কাছে পরামর্শ ও প্রস্তাব প্রার্থনা করেন। আবারও সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন স্নেহাংশু চাকদার এবং তা সভায় অনুমোদিত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক দীপেশ মিত্র।

২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন গৌতম রায় চৌধুরী। তাছাড়া ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরের জন্য আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তিকরণের প্রস্তাব, ২০২০-২০২১ সালের জন্য সংস্থার প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের বাজেট, প্রবীণ-প্রবীণাদের বিশেষ পরিষেবা প্রদানের প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ করা হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ উত্থাপিত অন্যান্য প্রস্তাবের উপর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আলোচনা করেন এবং পেশকৃত সমস্ত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সম্মেলনে গৌতম রায় রায় চৌধুরীর উপস্থাপিত প্রবীণ-প্রবীণাদের বিশেষ পরিষেবা প্রদানের প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন মৃণাল দত্ত, রমাপ্রসন্ন দত্ত, শরদিন্দু মুখার্জী, রাধা দত্ত, তপন কুমার দাস, নিখিলেশ মিত্র। তারা সকলেই প্রস্তাবের পক্ষে সহমত পোষণ করে বক্তব্য রাখেন। সিদ্ধান্ত হয় এবিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে আলোচনার মাধ্যমে কার্যক্রমে ঠিক করা হবে।

এরপর সম্পাদক দীপেশ মিত্র ২০২০-২০২১ সালের জন্য পরিচালন পর্ষদের জন্য সদস্যসহ, মোট ৫০ জন সদস্যদের নাম সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন।

কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা —

১) পেলব মুখার্জী (সভাপতি)
২) রামরমন ভট্টাচার্য (সহ-সভাপতি)
৩) গৌতম রায় চৌধুরী (সহ-সভাপতি)
৪) ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল (সহ-সভাপতি)
৫) সনৎ লাহিড়ী (সহ-সভাপতি)
৬) ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় (সহ-সভাপতি)
৭) ডাঃ মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইত (সহ-সভাপতি)
৮) ডঃ এম. কে. মাহেশ্বরী (সহ-সভাপতি)
৯) অশোক রঞ্জন ধর (সহ-সভাপতি)
১০) রাধা দত্ত (সহ-সভাপতি)
১১) মায়া দাস (সহ-সভাপতি)
১২) মৃণাল দত্ত (সহ-সভাপতি)
১৩) দীপেশ মিত্র (সম্পাদক)
১৪) স্নেহাংশু চাকদার (সহ-সম্পাদক)
১৫) সুরেশ কুমার দীক্ষিত (সহ-সম্পাদক)
১৬) ডাঃ বীরেন মজুমদার (সহ-সম্পাদক)
১৭) উমা সাহা (সহ-সম্পাদক)
১৮) প্রনব কুমার সরকার (সহ-সম্পাদক)
১৯) কমল সরকার (সহ-সম্পাদক)
২০) নারায়ন ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ)
২১) দেবব্রত নাগ (সদস্য)
২২) নারায়ন দাস (সদস্য)
২৩) পার্থ প্রতিম চ্যাটার্জী (সদস্য)

২৪) বুলবুল সিং (সদস্য)
২৫) ঋষিকেশ দাস (সদস্য)
২৬) মনোজ কান্তি রায় চৌধুরী (সদস্য)
২৭) গৌতম চ্যাটার্জী (সদস্য)
২৮) সুনীল চন্দ্র দে (সদস্য)
২৯) রমা প্রসন্ন দত্ত (সদস্য)
৩০) মাখন ঘোষ (সদস্য)
৩১) দেবব্রত দত্ত (সদস্য)
৩২) মনোরঞ্জন তালুকদার (সদস্য)
৩৩) নিখিলেশ মিত্র (সদস্য)
৩৪) তপন সেনগুপ্ত (সদস্য)
৩৫) জয়দেব সামন্ত (সদস্য)
৩৬) সিক্তা দাস (সদস্য)
৩৭) অনুপ রায় (সদস্য)
৩৮) প্রসেনজিৎ দে (সদস্য)
৩৯) রঘুনাথ রায় (সদস্য)
৪০) বিজয় রাই (সদস্য)
৪১) জ্যোতিষ ভৌমিক (সদস্য)
৪২) ভবতোষ দাস (সদস্য)
৪৩) স্বপন ঘোষ (সদস্য)
৪৪) রথীন্দ্র নাথ মৈত্র (সদস্য)
৪৫) পুতুল মৈত্র (সদস্য)
৪৬) অনিমা ভট্টাচার্য (সদস্য)
৪৭) শঙ্কর রায় (সদস্য)
৪৮) তপন কুমার দস (সদস্য)
৪৯) সমীর সেনগুপ্ত (সদস্য)
৫০) তপতী বিশ্বাস চৌদুরী (সদস্য)

আমন্ত্রিত সদস্য ও সদস্যা —

১) সুনীল সরকার
২) ছায়া মুখার্জী
৩) সরস্বতী সরকার
৪) সুতপা চ্যাটার্জী

উক্ত কমিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সবশেষে বিদায়ী সভাপতি পেলব মুখার্জী ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বলেন বিদ্যায়ী পরিচালন কমিটি যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি, আশা করি পরবর্তী পরিচালন কমিটি তা সম্পূর্ণ করবে।

প্রবীণ-প্রবীণাদের বিশেষ পরিষেবা প্রদান

গত ১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে গৌতম রায় চৌধুরী এই বিশেষ প্রস্তাবটি পেশ করেন। সকলের অবগতির জন্য পুনর্মুদ্রিত হল।

কোভিড-১৯ কিছু নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ, বিশেষভাবে বয়স্ক মানুষরা আরো বেশী সমাজবিচ্ছিন্ন, একাকী হয়ে পড়ছে। তাই আমাদের এই নতুন প্রস্তাব।

বয়স্কদের বাড়ি গিয়ে কিছু সেবার ডালি নিয়ে আমরা উপস্থিত হতে চাই। যারা পরিজনবিচ্ছিন্ন, একাকী এবং বয়সের ভারে সকল কাজে অসমর্থ তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা সীমিত সেবা পৌঁছে দিতে চাই। যারা শয্যাশায়ী নন, একাকী চলাফেরায় সমর্থ কিন্তু বাইরের কাজে কিছু সাহায্য দরকার তাদের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত সেবাসমুহ—

ক) শারীরিক ও মানসিক সঙ্গ :-

নিয়মিত ব্যবধানে (সাপ্তাহিক/পাক্ষিক) বাড়িতে গিয়ে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা/সদস্যরা সঙ্গ দেবেন (কমপক্ষে তিরিশ মিনিট)। প্রতিদিন আমাদের অফিস থেকে ফোনে খোঁজখবর নেওয়া। প্রয়োজনে ব্যাংক/পোস্টঅফিস/ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা সঙ্গে থাকবেন।

বিশেষ প্রয়োজনে টাকা তোলার দায়িত্ব নেওয়া। ওষুধ/মুদি দোকানের জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া।

খ) অ্যাম্বুলেন্স এবং হাসপাতাল :-

দিনের যে কোনো সময়ে প্রয়োজনে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা অ্যাম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা করবে এবং নিকটবর্তী হাসপাতাল/নার্সিংহোমে ভর্তির ব্যবস্থা করবে এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করবে।

গ) ডিমেনসিয়া (স্মৃতিবংশ) -সেবা :

এই বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমরা ডাঃ জ্যোষিতা ঘোষালের সাহায্য আমরা নিতে পারি।

ঘ) আর্থারাইটিসের যন্ত্রণা নিরাময় :

আর্থারাইটিসের যন্ত্রণা নিরাময়ে আমাদের ফিজিওথেরাপি বিভাগ ও ডাঃ অমল ঘোষ প্রমুখ প্রভৃত সাহায্য করতে পারবেন। আমরা বাড়িতে গিয়ে সহজেই এই পরিষেবা প্রদান করতে পারব। প্রয়োজনে বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট ডাঃ অলক রায় চৌধুরীর সাহায্য পাব।

ঙ) মনের আনন্দ, মানসিক শান্তি :

বয়স্কদের নিয়ে আমরা বছরভর অনুষ্ঠান করি। বয়স্কদের জন্য নানা সেমিনার করি। সবকিছুতে এরা অংশ নিতে পারবেন। প্রয়োজনে পৃথক অনুষ্ঠান করতে পারি। বিভিন্ন সময়ে কাছাকাছি ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারি।

এই কাজের জন্য আমাদের সদস্য-সদস্যা, স্বেচ্ছাসেবক ব্যাতীত অল্পবয়সী স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হবে। অবশ্যই তাদের নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে হবে। গত রবিবার (৬/১২/২০২০) এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

আমাদের প্রস্তাব —

১) এই কমিটিতে সকলেই স্বাগত। উৎসাহীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২) নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামী ৩১/১২ তারিখের মধ্যে প্রস্তাব পেলে সুবিধা হয়।

ওয়াদা

মৃণাল দত্ত

নীল পর্দা ঢাকা জীবনের আকাশে
কখনো কখনো অপরাহ্নবেলায় সন্ধ্যা নামে
কাকের কর্কশ ডাক নিদ্রা নেয় বৃক্ষ শাখে....

আমরা তবুও জীবনের কথা ভুলি না
বাঁচার অমোঘ আকর্ষণে সংগ্রামে নামি
অন্নদাতা কৃষকেরা রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসে
অ্যাসফল্ট বিছানো রাজপথে
প্রতিবাদে গর্জন করে শীতালু বাতাসে
দিনরাত্রি লক্ষ কৃষকেরা মৃত্যুকে বাজী রাখে।
সংগ্রামে ঘটল। দৃঢ় স্বরে
শ্লোগান মুখর

শহরের অল্প মূল্যের রান্নাঘরে
শ্রমিকেরা অন্ন দেয়। তারাও সংকল্পিত পথে
সংগ্রামী বার্তা পাঠায়,
কৃষক-শ্রমিক একসাথে একপথে
আসন্ন দিনের সূর্য বন্দনায়
নিদ্রাহীন জেগে আছে।।

—স্মরণে—

ডা: প্রাণশংকর সাহা

প্রশান্ত কুমার ধর

ওহ! কর্মবীর চোখের আড়ালে চলে গেছ তুমি
তোমার শূন্যতা আসে মনে বারবার, শক্তি হারায় সহিবার,
দীপ্তময় তুমি, আছ মোদের অন্তরের গভীরে সন্তর্পণে,
তুমি অবিনশ্বর, থাকবে হৃদয় জুড়ে চিরকাল।

ছিল তোমার মধ্যে প্রতিভার খনি, ছড়িয়ে দিয়েছ সকলের মধ্যে,
এগিয়ে গেছি, সঠিক পথে, তোমার আলোর পথ ধরে,
তোমার অনুপস্থিতি, কাবু করে দেয় চিন্তাশক্তি,
হারিয়ে যায় কত প্রশ্ন—অনুভব ও প্রেরণা।

ছিল তোমার আত্মবিশ্বাস, জয় করেছ সকলের মন,
মত পার্থক্য সরিয়ে দিয়ে, নিয়েছ সকলকে আপন করে,
অনবদ্য অভিনয়, নানা সৃষ্টির অঙ্গনে ছিল তোমার বিচরণ,
তুমি ছিলে জনতার মানুষ এগিয়ে গেছ প্রত্যয় নিয়ে।

ছিল তোমার পছন্দের জায়গা বেথুন ইন্সটিটিউট,
দায়িত্ব বোধের শক্তি নিয়ে, এগিয়ে গেছ সকলের মনে
ভাল বেসেছ হৃদয় দিয়ে, পেয়েছ যোগ্য সম্মান,
তোমার কণ্ঠ বাজাবে চিরকাল, বেথুন ইন্সটিটিউটের সদস্যদের কানে।

একই শরীরে ছিলে ডাক্তার, সমাজসেবীও বটে,
পালন করেছ নিষ্ঠার সঙ্গে, হাসি ফুটিয়েছ সকলের মুখে,
ধৈর্য-সহিষ্ণুতা-নিষ্ঠা-মানবিকতা ও সততা
এটাই ছিল প্রতিমুহূর্তে তোমার অন্তরের কথা।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

সদস্য/সদস্যা ও তাদের নিকটবর্তী আপনজনদের জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি বিষয় সামান্য খরচে প্রবীণবার্তায় ছাপানো যেতে পারে। বিজ্ঞপনের জন্য যোগাযোগ করুন।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক

জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবন
৯০/১, পি. জি. এইচ শাহ রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৫
যোগাযোগ - ০৩৩-২৪৭৩ ৯৬৪২ /
৯৬৭৪৫৫৩৪৭৭ / ৯৪৩৩৭৯৭০৫৮

সুলভে আধুনিক ফিজিওথেরাপী -

ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের
প্রতিদিন - সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

- ডাক্তার চেম্বার -

অ্যালোপাথি / হোমিওপ্যাথি,
আকুপাংচার

অর্থোপেডিক ঃ মঙ্গলবার - সন্ধ্যা ৬টা
ঃ শনিবার - বেলা ১টা

হোমিওপ্যাথ ঃ বুধবার - বিকাল ৫টা
ঃ শুক্রবার - বিকাল ৪টা
ঃ শনিবার - বেলা ১২টা

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা
১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)
প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা-৭টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in